তারিখ ... 26 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

জাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ

প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি

■ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র ঐক্যের ডাকা দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালনের সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর লাঠিচার্জসহ ১২ জনকে আটক করেছে আশুলিয়া থানা পুলিশ। গতকাল সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক গেট সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে তাদের বিকাল পাঁচটার দিকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এদিকে প্রক্টরের নির্দেশেই হরতাল চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ হামলা করেছে এমন অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করেছে শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়, তনু হত্যাসহ অব্যাহত গুম-খুন-ধর্ষণ ও বিচারহীনতার প্রতিবাদ ও হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারসহ শাস্তির দাবিতে সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তিক গেট সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে বিভিন্ন বাম ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। অবরোধের কারণে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং শতশত বাস, ট্রাক, মিনিবাস, মোটর সাইকেল আটকা পড়ে। পরবর্তীতে পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করে আন্দোলনকারীদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

এ সময় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাসুক হেলাল অনিক, সাধারণ সম্পাদক সুস্মিতা মরিয়ম, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক আবিদ সরকার সোহাগ, দপ্তর সম্পাদক সিয়ামসহ ১২ নেতা-কর্মীকে আটক করে আশুলিয়া থানা পুলিশের একটি দল। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে তাদের থানা থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের নির্দেশে হরতাল চলাকালীন পুলিশি হামলা ও ১২ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে এমন অভিযোগে প্রক্টর অধ্যাপক তপন কুমার সাহার পদত্যাগ দাবি করেছেন ক্যাম্পাসের বিভিন্ন বাম ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে সোমবার সকাল দশটা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত প্রগতিশীল ছাত্র জোট, জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোট ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র ঐক্য'র নেতা-কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন অবরুদ্ধ করে রাখেন।